শেরপুর-১ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী
সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক ও সমাজ সেবক

চারদলীয় জোটের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

আলহাজ্ব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

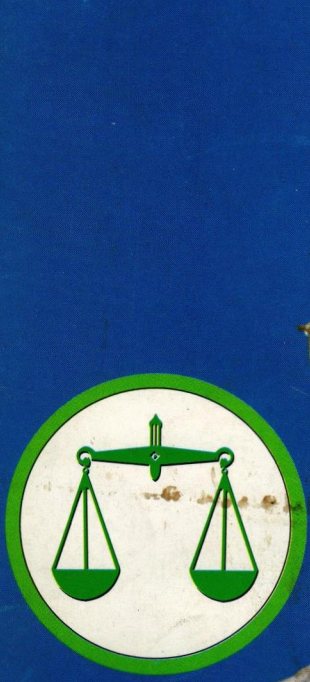

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কামারুজ্জামান

শেরপুর-জামালপুর সেতুর কাজ ত্বরান্বিত করতে চারদলীয় জোটের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে জনাব কামারুজ্জামান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গ্রাম এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করছেন জনাব কামারুজ্জামান।

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কামারুজ্জামান

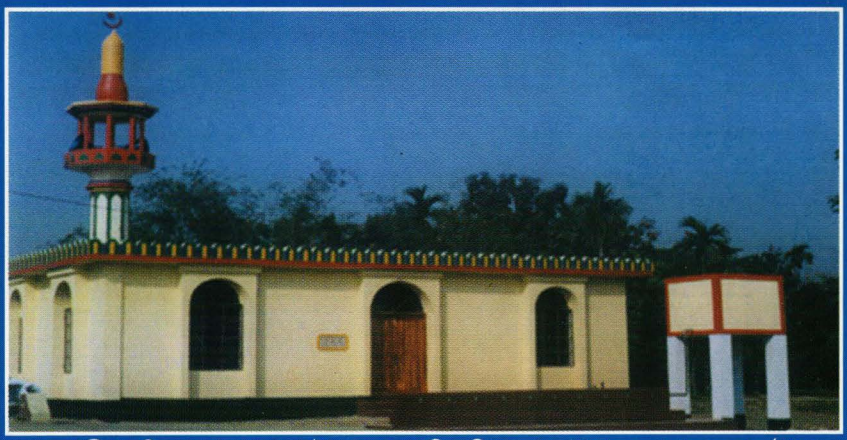

কুমরী কালিতলা বাজারে এই সুন্দর মসজিদটি জনাব কামারুজ্জামানের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে।

শেরপুরের জনগণের উন্নত ও আধুনিকমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জনাব কামারুজ্জামান। যথা শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কামারুজ্জামান

ফটিয়ামারী বেলতলী বাজারের বন্যা নিয়ন্ত্রনের এই বেরিবাধটি
জনাব কামারুজ্জামানের প্রচেষ্টায় সংস্কার করা হয়।

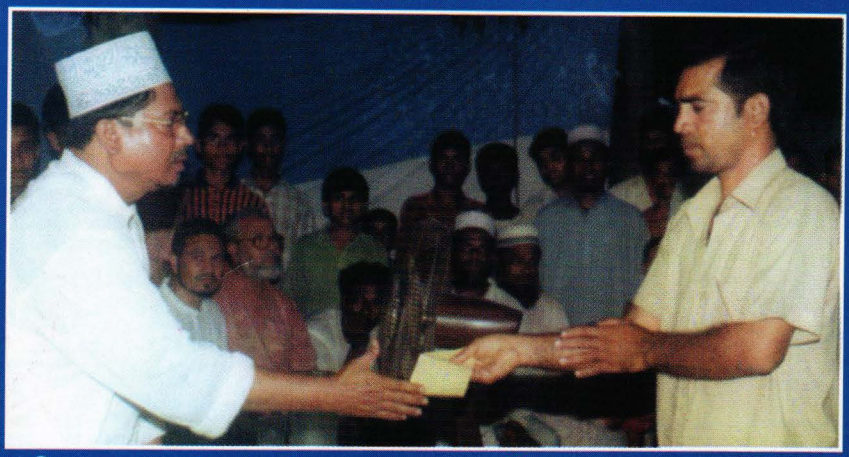

ভীমগঞ্জ বাজারে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করছেন জনাব কামারুজ্জামান

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শেরপুর-১ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী
সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক ও সমাজ সেবক

চার দলীয় জোটের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

আলহাজ্ব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

শেরপুরবাসী কর্তৃক প্রকাশিত

www.pathagar.com

আসুন

অবহেলিত শেরপুরের

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য

জনাব কামারুজ্জামানকে

দাঁড়ি পাল্লায় ভোট দিয়ে

নির্বাচিত করি

প্রকাশনায়

শেরপুরবাসী

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর- ২০০৬

www.pathagar.com

প্রাথমিক কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বহুল আলোচিত নাম মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। মেধা ও মননের দিক থেকে দেশের নেতৃস্থানীয়দের মাঝে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং একজন প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক নেতা। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি। বর্তমানে তিনি দেশের বৃহত্তম ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান মৃদুভাষী, সদালাপী-অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি দেশের একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকও তিনি।

ছাত্রজীবন

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই শেরপুর জেলার বাজিতখিলার মুদিপাড়া গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুমরী কালিতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পর শেরপুর জিকেএম ইন্সটিটিউশনে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বরাবরই প্রথমস্থান অধিকার করেছেন। অষ্টম শ্রেণীতে তিনি আবাসিক বৃত্তি পান। ১৯৬৭ সালে জিকেএম ইন্সটিটিউশন থেকে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং আবাসিক বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৬৭-৬৯ সেশনে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু দেশে '৬৯ এর গণআন্দোলন শুরু হওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৭১ (১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত) সালে মোমেনশাহীর নাসিরাবাদ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত) সালে ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে ডিস্টিংশসহ বিএ পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে মাস্টার্সে ভর্তি হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে এম এ পাস করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান

শেরপুরের বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মরহুম কাজী ফজলুর রহমানের আহ্বানে জিকেএম ইন্সটিটিউটে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠনে যোগ দেন। কলেজে পা দিয়েই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রথম ঢাকা মহানগরীর সভাপতি এবং পরে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালের ১৯ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং একমাস পরই নির্বাচনের মাধ্যমে সেশনের বাকী সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৮-৭৯ সালেও শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন।

বিশ্বমুসলিম যুব সংস্থা (ওয়ামী) এবং বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে মৌচাক স্কাউট ক্যাম্পে আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে তিনি প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সম্মেলনে এশিয়ার ১৬টি দেশের যুব প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন শেরপুরের আরেক কৃতি সন্তান মরহুম খন্দকার আব্দুল হামিদ। উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন।

সাংবাদিকতায় কামারুজ্জামান

ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

বিশেষ করে কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে 'অভিযাত্রী' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেন। জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে অধ্যয়নকালে তার সম্পাদনায় 'অঙ্গীকার' এবং 'জয়ধ্বনি' নামক দুটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা প্রকাশনার শুরু থেকেই তিনি মোমেনশাহী জেলা সংবাদদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি বাংলা মাসিক 'ঢাকা ডাইজেস্ট' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮১ সালে তাকে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মাত্র ১ জন পিয়ন ও ১ জন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করে সোনার বাংলা। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোনার বাংলায় ক্ষুরধার লেখনির কারণে এরশাদের শাসনামলে পত্রিকাটির প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়।

ফলে ৬ মাস পত্রিকাটি বন্ধ থাকে। 'সোনার বাংলা' রাজনৈতিক কলাম ও বিশ্লেষণ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পত্রিকাটি দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সাপ্তাহিকের মর্যাদা লাভ করে। অনেক বাধা-বিপত্তি ও দফায় দফায় নিউজ প্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও অদ্যাবধি সোনার বাংলার নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান এখনও পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও দেশীয় বামপন্থী সেক্যুলার পত্র-পত্রিকার বৈরী আচরণে বরাবর তিনি খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকেন। এ কারণেই তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'নতুন পত্র' প্রকাশ করেন। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দশ বছর তিনি সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান জাতীয় প্রেসক্লাবের একজন সদস্য এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

চারদলীয় জোটের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জনাব কামারুজ্জামান

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৭৯ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮১-৮২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকা মহানগরী জামায়াতের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং এ সময়ই তিনি জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৯২ সালে তাঁকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশী সময় দেবার প্রয়োজনেই ১৯৯৩ সালে তিনি দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।

১৯৯২ সাল থেকে তিনি জামায়াতের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কমিটি ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসাবে বিগত স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ১৯৮৩-৯০ পর্যন্ত তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩-৯৫ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে তিনি জামায়াতের নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়। এ সময় তিনি ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য গড়ে তোলায় দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছেন, যা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। চারদলের কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসাবে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য প্রচেষ্টায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এজন্য দলীয় রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন ফোরামের সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। জাতির উপর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা এবং সমাজতন্ত্রের নামে নাস্তিক্যবাদ চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছেন। এ জন্য শেখ মুজিবের শাসনামলে তাকে দুইবার গ্রেফতার করা হয়। দুইবারে তিনি ১ বছর ৬ মাস বিনা বিচারে আটক ছিলেন। প্রথমবার কোন মামলা ছাড়াই আটক করা হয় ৫৪ ধারায়। দ্বিতীয়বার মুসলিম বাংলা গঠনের আন্দোলনের অভিযোগে গ্রেফতার করে সরকার উৎখাত ও রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। কোর্টে মিথ্যা মামলা চালাতে সরকার ব্যর্থ হলে তিনি মুক্তি পান।

সমাজসেবক হিসেবে

সক্রিয় রাজনীতির পাশাপাশি জনাব কামারুজ্জামান একজন সমাজ সেবক হিসেবেও অবদান রেখেছেন। জনগণের কল্যাণের জন্য তার সীমিত সামর্থকে কাজে লাগিয়ে তিনি এ পর্যন্ত বেশ কিছু শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেরপুর দারুস্‌সালাম ট্রাস্টের তিনি চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

বন্যা পরবর্তীকালীন পূনর্বাসনের জন্য অসহায়দের পাশে জনাব কামারুজ্জামান

এই ট্রাস্টের অধীনে মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠাগার, ইয়াতীমখানা ও ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে। অতি দরিদ্রের জন্য গৃহ নির্মাণ, টিউবওয়েল স্থাপন, চিকিৎসা সাহায্য, বন্যা দুর্গতদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ তৎপরতায় তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা ও শিক্ষার আলো পেয়েছে শত শত ছাত্র।

এস.এস.সি ও দাখিল কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব কামারুজ্জমান

www.pathagar.com

সমাজ কল্যাণ, সমাজ উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও গরীব জনগণকে সাহায্য করার জন্য বহুমুখী প্রকল্পের তিনি পৃষ্ঠপোষক।

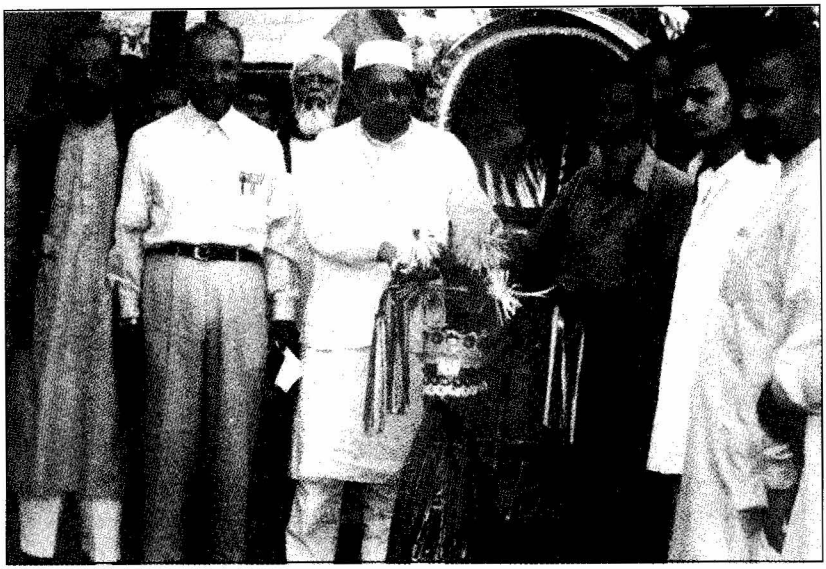

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য গরীব রিক্সা শ্রমিকদের মাঝে রিক্সা প্রদান করছেন জনাব কামারুজ্জামান

শেরপুরকে নিয়ে জনাব কামারুজ্জামানের অনেক স্বপ্ন। শেরপুরের জনগণের এবং এলাকার অবকাঠামোর উন্নয়নে তিনি সদা তৎপর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তার প্রচেষ্টায় সেতু, কালভার্ট, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, সম্ভাব্য স্থানে বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ ও সংযোগ স্থাপন, দরিদ্র জনগণের জন্য ঘর নির্মাণ, সেনিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ, টিউবওয়েল স্থাপন, অযুখানা নির্মাণ, মসজিদ ও ইয়াতিমখানার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবাসহ ব্যাপক কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবা করে জনাব কামারুজ্জামান জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। বিগত বন্যায় সর্বাগ্রে তিনি দলের কর্মীদের নিয়ে ত্রাণ তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

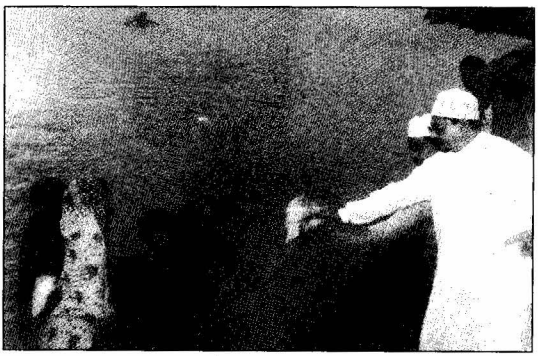

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন জনাব কামারুজ্জামান

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে তিনি চরাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

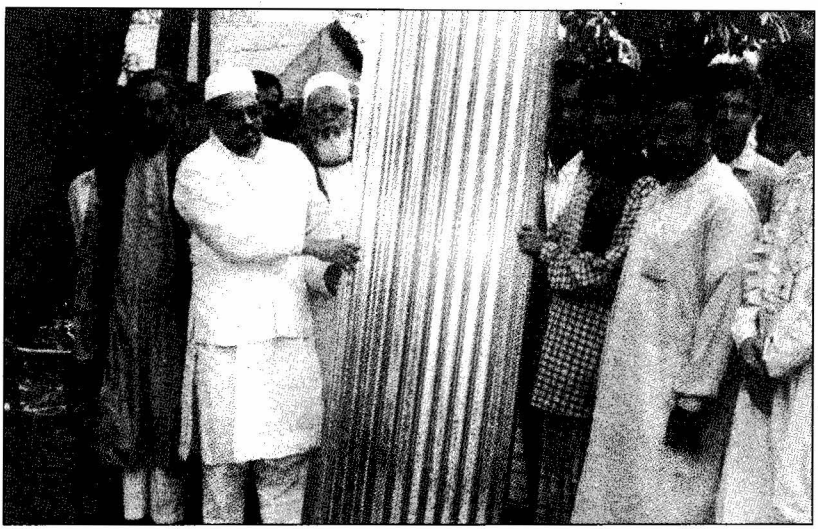

নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকল্পে গৃহহীনদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করছেন জনাব কামারুজ্জামান

কামারিয়া ইউনিয়নের ভীমগঞ্জ বাজার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে জনাব কামারুজ্জামান সেখানে হাজির হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে তার দল জামায়াতের ত্রাণ তহবিল থেকে নগদ অর্থ সাহায্য দান করেন এবং সরকারী সাহায্য যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা পেতে পারেন তার উদ্যোগও গ্রহণ করেন।

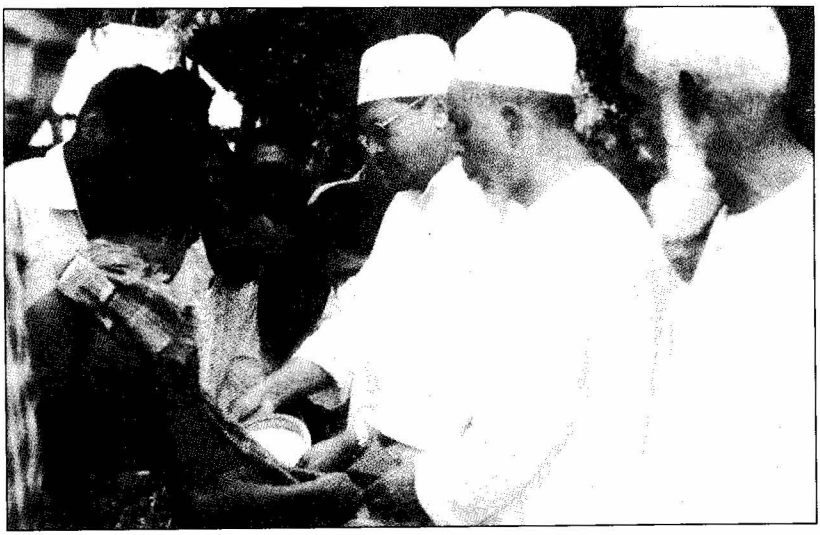

স্থানীয় নেতৃবৃন্দদের সাথে দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন জনাব কামারুজ্জামান

www.pathagar.com

এছাড়াও শেরপুর ১০০ আসন বিশিষ্ট শিশু সদন (বালিকা) নির্মাণ, শেরপুর-জামালপুর সেতুর কাজ তরান্বিত করণ, সড়ক জনপথের জামালপুর-জুলগাঁও সড়ক (শেরপুর অংশের মেরামত কাজ ত্বরান্বিতকরণ, শেরপুর কলেজে অতিরিক্ত ১২টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু, শেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও ভুক্তিকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন জনাব কামারুজ্জামান

লেখক হিসেবে

জনাব কামারুজ্জামান সেইসব বিরল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই একজন যারা তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততার পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মৌলিক অবদান রেখেছেন। এ পর্যন্ত দশটিরও বেশী গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৮টি প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো ঃ

১. আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব ২. বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন ৩. পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ ও ইসলামী আন্দোলন ৪. সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম ৫. স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন ৬. কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা (অনুবাদ গ্রন্থ)। ৭. নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি, ৮. Islam and democracy.

বইগুলো পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বিশ্বের ২৫টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭৬ সালে তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় ইসলামী ছাত্র সংগঠনের নেপালের পর্যটন নগরী পোখরায় অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

এ সময় তিনি নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে সেখানকার ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। ভারতের মুসলিম ছাত্রনেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি সেখান থেকে পশ্চিম বঙ্গ সফর করেন।

১৯৭৬ সালে হজ্ব উপলক্ষে সৌদি আরব সফরকালে তিনি অনেক খ্যাতিমান মুসলিম নেতার সাক্ষাত লাভ করেন। এ সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ নাসের, সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী শেখ আব্দুল্লাহ বিন বা'জ, পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী, খুররম জাহ মুরাদ ও ইরাকের ডঃ আহমদ তুতুঞ্জীসহ অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বিশ্বমুসলিম যুব সম্মেলনে

১৯৭৮ সালে তিনি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ আয়োজিত বিশ্ব মুসলিম যুব সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এ সময়ই তার সাথে মালয়েশিয়ার যুব নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম (পরবর্তীকালে মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার) এবং ফিলিপাইনের স্বাধীনতাকামী মুসলিম নেতা নূর মিশৌরীর সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সম্মেলনে

এই বছর তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন এশিয়ান দেশের ছাত্রনেতাদের সাথে পরিচিত হন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

এ সময় তিনি আধুনিক বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রহ:) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে মরহুম মাওলানার সাথে মতবিনিময় করেন। পাকিস্তানের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া, সুদান, কুয়েত, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

লন্ডনে ফসিস সম্মেলন

১৯৭৯ সালে জনাব কামারুজ্জামান লন্ডনে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস ইসলামিক সোসাইটিস-এর সম্মেলনে অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে

১৯৮৪ সালে তিনি ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে ২ সপ্তাহব্যাপী সৌদি আরব সফর করেন। এই প্রতিনিধি দলে আরও যারা শামিল ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগণ হচ্ছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক মরহুম সানাউল্লাহ নূরী, আখতার-উল-আলম (ইত্তেফাক), ইকবাল সোবহান চৌধুরী (অবজারভার), ফজলুল করিম সেলিম (বাংলার বাণী), মিজানুর রহমান শেলী, সালেহ উদ্দিন জহুরী (সংগ্রাম) প্রমুখ। এ সফরকালে সৌদি সরকারের ৬ জন মন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত, পবিত্র ওমরাহ পালন ছাড়াও এ সময় তিনি রিয়াদ, জেদ্দা, মদীনা, ইয়ানবুসহ বিভিন্ন শহর সফর করেন। এ বছরই তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সফর করেন। এ সফরে তিনি তেহরান, ইস্পাহান, সিরাজ, মাশহাদ, কোমনগরী, সেমনানসহ ইরানের অনেক প্রদেশে যান। তাছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রী, আয়াতুল্লাহ ও পার্লামেন্ট সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করেন। ইরান থেকে ফেরার পথে তিনি পাকিস্তান ও দুবাই সফর করেন।

১৯৮৭ সালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দাওয়া কাউন্সিলের আমন্ত্রণে অতিথি বক্তা হিসাবে থাইল্যান্ড ছাত্র-যুবকদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট থাই মুসলিম নেতা ইব্রাহিম কোরেশীর সাথে সাক্ষাত করেন। উল্লেখ্য যে, ইব্রাহিম কোরেশী থাই ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেছেন।

www.pathagar.com

১৯৮৭ সালে দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রায় এক মাসব্যাপী সৌদি পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হন। ইংরেজী সৌদি পত্রিকা 'রিয়াদ ডেইলী' তার একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাবেশে

১৯৮৮ সালে ইসলামী স্টুডেন্টস মুভমেন্ট-এর আমন্ত্রণে জনাব কামারুজ্জামান ভারতের দিল্লী, আগ্রা, কোলকাতা ও মালদহ সফর করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশেও তিনি বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেয়া ছাড়া এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইলিয়াস, সেক্রেটারী জেনারেল হামিদ হোসাইন, রেডিয়েন্স পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোঃ ইউসুফের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আমেরিকা ও কানাডায় ইকনা সম্মেলনে

১৯৮৯ সালের ৬ই আগস্ট থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ৫২ দিনে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফ্রান্স সফর করেন। এই সফরে তিনি ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখা ছাড়াও নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউজার্সি, রোড আইল্যান্ড, ডেট্রয়েট, লন্ডন, টরেন্টো, মন্ট্রিল ও প্যারিসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এবং ইসলামী সংস্থার সভা-সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ ছাড়াও স্থানীয় বেশ ক'টি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ও রেডিওতে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

এ বছরই লন্ডনে তিনি ইয়ং মুসলিম অরগানাইজেশনের সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়েই মরহুম আব্বাস আলী খানের উপস্থিতিতে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এক সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে জনাব কামারুজ্জামান

১৯৯০ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান সফর করেন। এ সময় তিনি আলী খামেনী, আয়াতুল্লাহ জান্নাতি, দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লাহ বুখারী, লেবাননের মুফতী ফজলুল্লাহ,

www.pathagar.com

পাকিস্তানের খলিল হামিদী, মালয়েশিয়ার হাদি আওয়াংসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৯২ সালে মরহুম আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল সফর করেন। এ সফরকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সার্কভুক্ত এ তিনটি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এ সফরকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সার্কভুক্ত এ তিনটি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এ সফরকালে জামায়াত প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান, প্রধানমন্ত্রী মিয়া মুহাম্মদ নওয়াজ শরীফ, স্পীকার গওহার আইয়ুব, সিনেটের চেয়ারম্যান ওয়াসিম সাজ্জাদ, আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সরদার আব্দুল কাইয়ুম খান, সিনেটর ও জামায়াত নেতা কাজী হোসাইন আহমদ, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ভারতের কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ গাডগিল, মিঃ নটবর সিং, রাজ্যসভার ডেপুটি স্পীকার নাজমা হেপতুল্লাহ, মন্ত্রী অজিত পাঁজা, সালমান খুরশীদ, জনতা পার্টির নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী), আই কে গুজরাল (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী), জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা সিরাজুল হাসান প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সফরটি ছিল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি শুভেচ্ছা মিশন।

দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া

তিনি বেশ কয়েকবার জাপান সফর করেন এবং ইসলামিক মিশন জাপানের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি একাধিকবার মালয়েশিয়া সফর করেন। সফরকালে তিনি ইসলামিক ফোরাম অব মালয়েশিয়ার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি মালয়েশিয়ার ইসলামিক দল পাস (হৈও)-এর সম্মেলনেও যোগদান করেন এবং অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মালয়েশিয়ার ইসলামিক

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটির আল বেরুনী হলে ছাত্র শিক্ষক আয়োজিত একটি সেমিনারে তিনি ইসলামী বিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মালয়েশিয়ার তদানীন্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের সাথেও সাক্ষাতকারে মিলিত হন এবং বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় বেশী বেশী বাংলাদেশী শ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জানান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রদের সুযোগ দানের ব্যাপারেও সে দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২০০০ সালে মালয়েশিয়ার তেরেঙ্গানু রাজ্যের রাজধানী কুয়ালা তেরেঙ্গানুতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক পার্টির সেমিনারে "আঞ্চলিক ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা" সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মালয়েশিয়ার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেলানতান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিক আবদুল আজিজ, তেরেঙ্গানু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উস্তাদ হাদি আওয়াং, পাস প্রেসিডেন্ট ফাজিল নূর, তেরেঙ্গানুর উপ-মন্ত্রী মোস্তফা আলী, আবিমের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডঃ নূর মানুতী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট আজম আবদুর রহমান, জাস্টিস পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ চন্দ্র মোজাফ্ফর, সেক্রেটারী জেনারেল আনোয়ার তাহিরসহ অনেক নেতা ও বুদ্ধিজীবীর সাথে তার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়।

তিনি দাওয়াতুল ইসলাম সাউথ কোরিয়া ও ইসলামিক সেন্টারের আমন্ত্রণে যথাক্রমে কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন এবং তাদের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপের আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ইটালী, ফ্রান্স ও জার্মানী সফর করেন এবং সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

ভ্যাটিকান সিটিতে

ভ্যাটিক্যান সিটি সফরকালে তিনি পোপ জনপলের (২য়) বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার নিকট পোপ জনপলকে লিখিত অধ্যাপক গোলাম আযমের পত্র হস্তান্তর করেন। তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে তুর্কী সরকার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তিনি সেদেশ সফর করেন। এ সফরকালে নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

তিনি ১৯৯৬ সালে আমেরিকার ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনে যোগদানের জন্য আমেরিকা সফর করেন। সফরকালে তিনি ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ডেট্রয়েট, লস এঞ্জেলস, শিকাগোসহ বিভিন্ন রাজ্য ও শহর সফর করেন। উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় তিনি যতবার সফর করেছেন প্রত্যেকবারই ভয়েস অব আমেরিকা তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে। গত বছর অর্থাৎ ২০০০ সালের শেষের দিকে মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকার আমন্ত্রণে এবারও তিনি আমেরিকা সফর করেন। ভয়েস অব আমেরিকা ছাড়াও নিউইর্য়ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "ঠিকানা"য় তার একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়।

ইয়ামানের রাজধানী সানাতে এনডিআই আয়োজিত "রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের উন্নয়ন" এ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য তিনি ইয়ামান সফর করেন। তিনি ওয়ার্কশপের একজন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। উল্লেখ্য যে এ ওয়ার্কশপে ৪টি মহাদেশ থেকে ৪ জন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। এদের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ থেকে ছিলেন মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। ইয়ামান সফরকালে তিনি সেদেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আল ইসলাহ পার্টির প্রেসিডেন্ট ডঃ আবদুল মজিদ জিন্দানীসহ অনেকের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন।

২রা আগস্ট থেকে ৪ঠা আগস্ট, ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফরকালে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান মিঃ কার্টারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এক বৈঠকে মিলিত হন।

এছাড়া বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষে তিনি ব্রুনাই, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

www.pathagar.com

২০০১-২০০৬ সালেও
গুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন
জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

❖ ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিলিপাইনে NDI আয়োজিত Parliamentary oversigh শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল প্রধান চারটি দলের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। জনাব কামারুজ্জামান এই সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সম্মেলনে তিনি একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন।

❖ ২০০৩ সালে জনাব কামারুজ্জামান ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিংগাপুর এবং মালয়েশিয়া সফর করেন। এ বছরই তিনি পবিত্র রমজান মাসে সস্ত্রীক ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যান এবং ওমরাহ পালন শেষে তিনি বৃটেন সফর করেন।

❖ ২০০৪ সালে জনাব কামারুজ্জামান বৃটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। এ সফরকালে তিনি কতিপয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেন। এ সময় তিনি Islamic Party of Malaysia- এর জাতীয় সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

❖ ২০০৫ সালে জনাব কামারুজ্জামান তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত Convention of Islamic Democrats-এ বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এতে বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ড. কামাল হোসেন, বিএনপির ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান ও রাষ্ট্রদূত রেজাউল করিম, আওয়ামী লীগের জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এবং জাতীয় পার্টির গোলাম কাদের। এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানসহ শতাধিক বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

এ বছরই Visit UK Programme-এর আওতায় জনাব কামারুজ্জামান ১০ দিন ব্যাপী বৃটেন সফর করেন। এ সফরকালে তিনি বৃটিশ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী, দুজন বৃটিশ এমপি, হাউস অব লর্ডসের তিনজন মুসলিম সদস্য এবং প্রধান দুই রাজনৈতিক দল Labour Party এবং Conservative Party-র অফিস পরিদর্শন ও নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পর্যবেক্ষক হিসেবে বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সেশন দেখেন। বৃটেন সফরকালে তিনি বিবিসি ও বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দান করেন। লেস্টারের মেয়র জনাব কামারুজ্জামানের সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করেন। তাছাড়া এ সময় তিনি লেস্টার সিটিতে Islamic Foundation এর হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন। এ বছরই জনাব কামারুজ্জামান আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স ও সুইডেন সফর করেন।

আমেরিকা সফরকালে তিনি উপ-সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী Mr. Torkel Patarson-সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ওয়াশিংটন সফরকালে আমেকিার উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন গ্যাস্টরাইটের সাথে জনাব কামারুজ্জামান

ইন্দোনেশিয়া সফরকালে জনাব কামারুজ্জামান ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওহিদের বাসভবনে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। প্রায় দেড় ঘণ্টা জনাব ওহিদের সাথে তিনি মতবিনিময়

www.pathagar.com

করেন। এসময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দুটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন নাহদাতুল ওলামা এবং মোহাম্মদীয়ার অফিস পরিদর্শন এবং নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

কুয়ালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আলজিরিয়ার আব্বাসী মাদানী, প্যালেস্টাইন নেতৃবৃন্দসহ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের সুযোগ পান। এ সেমিনারে তিনি Politics of Accommodation শীর্ষক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন।

❖ ২০০৫ সালের মে মাসে পুনরায় জনাব কামারুজ্জামান আমেরিকা ও কানাডা সফর করেন। এসময় তিনি কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলীসহ বেশ ক'জন কংগ্রেস সদস্য, উপ-সহকারী মন্ত্রী জন গ্যাস্টরাইটসহ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও NDI, IRI, CAIR, MAS-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। আমেরিকা সফরকালে তিনি নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ফিলাডেলফিয়া, মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, ক্যালিফোর্নিয়া, হিউস্টন, মিশিগানসহ দশটি রাজ্য সফর করেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

❖ ২০০৬ সালেও জনাব কামারুজ্জামান আমেরিকা, কানাডা, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স সফর করেন। নিউইয়র্কে বিশিষ্ট প্রবাসী নাগরিকদের সমাবেশ ছাড়াও ওয়াশিংটন, লসএঞ্জেলস, হিউস্টন ভার্জিনিয়া, মেরীল্যান্ড বিভিন্ন নাগরিক সমাবেশ ছাড়াও আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভয়েস অব আমেরিকা, ওয়াশিংটন টাইমস, ঠিকানা, বাংলা পত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জনাব কামারুজ্জামানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তার খবর ফলাও করে প্রচার করে।

সিংগাপুর সফরকালে সিংগাপুরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব কামারুজ্জামানের সম্মানে একটি ভোজ সভার আয়োজন করে। এ সময় তিনি নিউইয়র্কে বিশিষ্ট নাগরিক, বাংলাদেশী সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

www.pathagar.com

জনাব কামারুজ্জামান ১৯ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। এ সময় তিনি মালয়েশিয়ার কেলান্তনের চীফ মিনিস্টার নিক আব্দুল আজিজ ও তেরেংগানুর সাবেক চীফ মিনিস্টার আবদুল হাজী আওয়াং, ইসলামিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কামরুদ্দীন জাফর এবং খৃ এর নেতা কামরুদ্দীন নূরের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। ইন্দোনেশিয়ায় সফরকালে তিনি পার্লামেন্টের স্পীকার মিঃ হেদায়েত নূর ওয়াহিদ, পার্লামেন্ট মেম্বার লুতফি হাসানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট ভবন পরিদর্শন করেন।

জামায়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক সেক্রেটারী হিসেবে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নেতৃবৃন্দের সাথেও জনাব কামারুজ্জামান সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। এদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তারা হলেন- আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিস ক্রিস্টিনা রোকা, কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলী, বৃটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও কূটনীতিকগণ।

www.pathagar.com

মরহুম খন্দকার আবদুল হামিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে তাঁর নিজ জেলা শেরপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খুবই স্নেহ করেন। মরহুম খন্দকার আবদুল হামিদ তাঁর সম্পর্কে শেরপুরবাসীকে বলে গিয়েছেন, "আমার পরে কামারুজ্জামান শেরপুরের জনগণের জন্য অনেক কাজে আসবে। সে একজন প্রগতিশীল যুবক। আপনারা তার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। আমি আশা করি কামারুজ্জামান আগামী দিনে শেরপুরের উন্নয়নের জন্য বিরাট অবদান রাখতে পারবে।" মরহুম ডাক্তার ছামেদুল হকও জনাব কামারুজ্জামানকে খুবই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। ১৯৮৬ সালে জনাব জামান প্রথম বারের মত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ডাঃ ছামেদুল হক মরহুম নিজে নির্বাচন না করে আন্তরিকতার সাথে জনাব জামানের নির্বাচনী অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

শেরপুরের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা কাজী হোসেন আলী, মরহুম ফছিহ উদ্দিন পীর ছাহেব, মরহুম কাজী ফজলুর রহমান, মরহুম মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন ছাহেব, মরহুম মাওলানা ফয়েজুর রহমান, মরহুম মুসলিম উদ্দিন মাস্টার, জি কে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রয়াত বাবু রোহিনী কান্ত হোড়, মরহুম অধ্যাপক আবদুস সাত্তার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও জনাব কামারুজ্জামানকে ছাত্রজীবন থেকেই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। জনাব কামারুজ্জামান নম্র, ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার দলমত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছেন।

দলমত নির্বিশেষে শেরপুরবাসী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে অবহেলিত এবং শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ শেরপুরের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এবং জনাব কামারুজ্জামানই পারেন এই অভাব পূরণ করতে। দলীয় গণ্ডির উর্ধ্বে উঠে তিনি যেভাবে সকল দল ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলছেন এবং জাতীয় পর্যায়ে সকল মহলে তার যে পরিচিতি ও সুসম্পর্ক রয়েছে তার পক্ষেই সম্ভব শেরপুরের উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা পালন করা।

www.pathagar.com

একটি মহল কামারুজ্জামান সম্পর্কে ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। অথচ ১৯৬৭ সালে জিকেএম ইন্সটিটিউশন থেকে এসএসসি পাস করার পর তিনি জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি শেরপুরেই ছিলেন না। অথচ তার নামে ডাহা মিথ্যা কথা প্রচার করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমরা আশা করি শেরপুরবাসী উদ্দেশ্যমূলক এসব মিথ্যা প্রচারনায় কান দিবেন না। রাজনৈতিকভাবে জনাব কামারুজ্জামানের মত একজন জাতীয় নেতাকে মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েই মহলটি জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে।

জনাব কামারুজ্জামান দলমত নির্বিশেষে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতের নেতাদের সাথে যেমন সুসম্পর্ক রাখেন তেমনি শেরপুরেও তিনি সকল দলের প্রবীণনেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও কুশল বিণিময় এবং দোয়া প্রার্থনা করেন।

তিনি অসুস্থ আওয়ামীলীগ নেতা সাবেক এম.এনও এডভোকেট আনিসুর রহমান, সাবেক এমপি জনাব নিজাম উদ্দিন, সাবেক পৌর চেয়াম্যান এডভোকেট আব্দুস সামাদ-এর বাস ভবনে গিয়েও তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেন। হিন্দু কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথেও তিনি সুসম্পর্ক রক্ষা করেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায়ে জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকেন।

জনাব কামারুজ্জামান শেরপুরের জনগণের অতি আপন মানুষ। আমাদের যেসব কৃতি সন্তানকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। কামারুজ্জামান তাদেরই একজন। শেরপুরবাসী দলমত নির্বিশেষে তাকে যথাযথ মর্যাদার আসনে বসাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন এটাই সবার প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

আমাদের আহ্বান

শেরপুরের জনগণ আশা করে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান তার মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ইসলাম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী শান্তির দেশে পরিণত করার জন্য যে অবদান রেখে যাচ্ছেন তার পাশাপাশি অবহেলিত শেরপুর জেলার উন্নয়নের জন্য তিনি বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। শেরপুরের আরও যারা রাজনীতি করছেন কারো কাজকেই খাটো বা ছোট করে দেখার কোন যুক্তি নেই। তবে আমাদের বিশ্বাস জনাব কামারুজ্জামানকে যদি শেরপুরবাসীর খেদমত করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে তিনি আরও ভালো করবেন এবং তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভাকে দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম হবেন। আসুন আমরা এবার সবাই মিলে আমাদের এই প্রিয় সন্তানকে শেরপুরবাসীর প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেশ সেবার সুযোগ করে দেই।

নিবেদনে-
শেরপুরবাসী

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কামারুজ্জামান

জনাব কামারুজ্জামানের প্রচেষ্টায় শেরপুর পৌর শহরের ট্রাক টার্মিনাল মসজিদের ওযু খানা নির্মিত হয়েছে।

ভীমগঞ্জ বাজারে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করেছেন জনাব কামারুজ্জামান

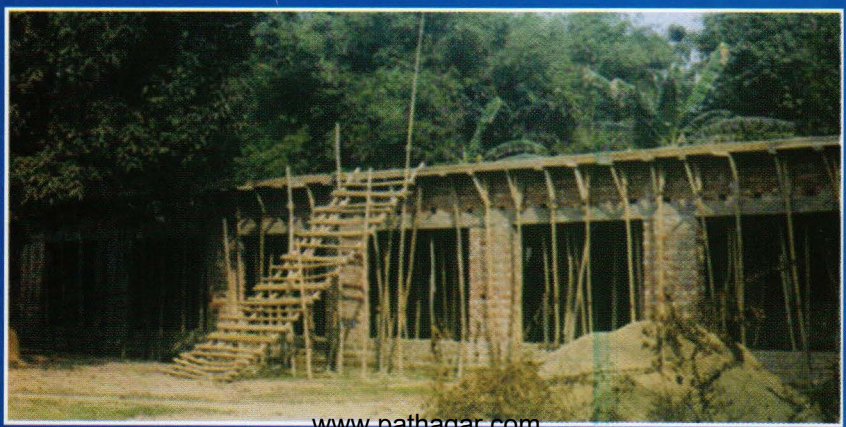

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কামারুজ্জামান

জনাব কামারুজ্জামানের প্রচেষ্টায় রৌহা মাদরাসা মসজিদের ওযুখানা নির্মান করা হয়।

জনাব কামারুজ্জামানের প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বর্তমানে ৭০ জন আবাসী রয়েছে এ ধরণের অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

www.pathagar.com

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে জনাব কামারুজ্জামান

নির্বাচন কমিশনের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিং দিচ্ছেন জনাব কামারুজ্জামান

মালয়েশিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সাথে জনাব কামারুজ্জামান

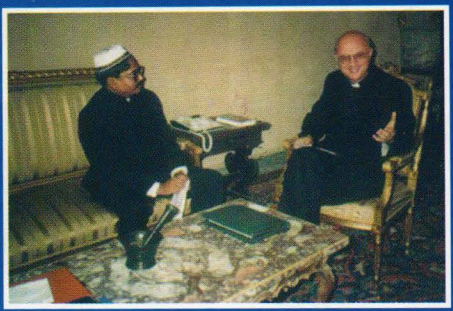

ভ্যাটিকান সিটি সফরকালে ভ্যাটিকানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে জনাব কামারুজ্জামান

জামায়াত প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সার্ক দেশ সমূহ সফরকালে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইকে গোজরালের সাথে জনাব কামারুজ্জামান

আমেরিকা সফরকালে কংগ্রেসম্যান এবং বাংলাদেশ ককাসের চেয়ারম্যান জোসেফ ক্রাউলীর সাথে জনাব কামারুজ্জামান

জামায়াত কার্যালয়ে একটি বিদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে জনাব কামারুজ্জামান

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজ উদ্দিনের সাথে জামায়াত প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকালে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে জনাব কামারুজ্জামান

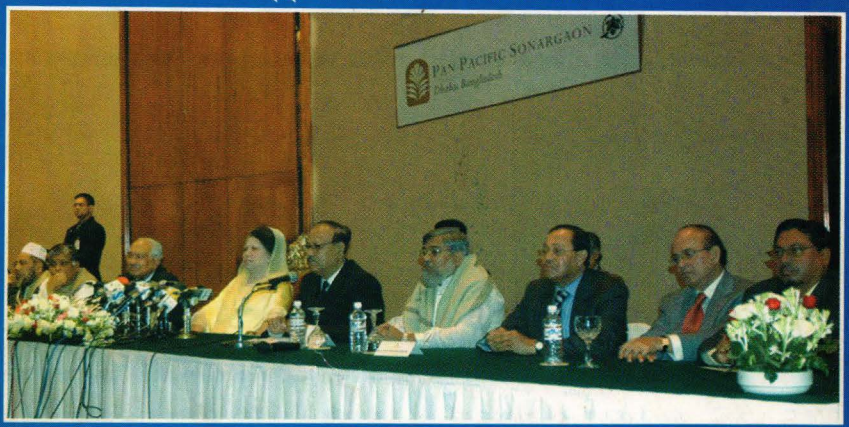

চারদলীয় জোট নেত্রী ও সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস কনফারেন্সে জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে উপবিষ্ট জনাব কামারুজ্জামান (সর্ব ডানে)

আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে দলীয় প্রেস ব্রিফিং-এ জনাব কামারুজ্জামান